Registerd NO 52.

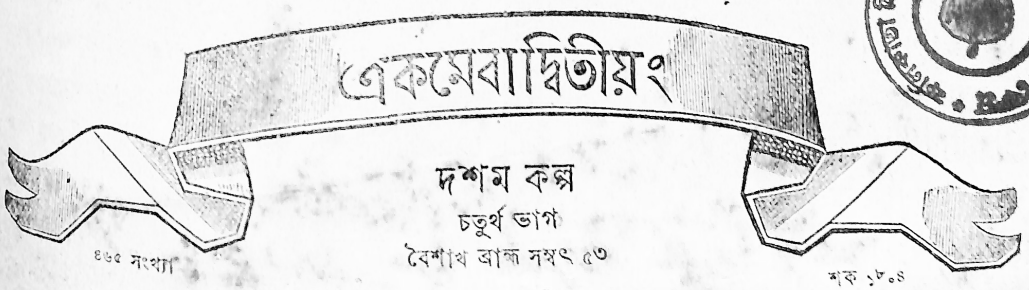

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প

চতুর্থ ভাগ

৪৬৫ সংখ্যা

বৈশাখ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৩

শক ১৮০৪

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।

বেদান্ত-দর্শন।

৪৬৪ সংখ্যক পত্রিকার ২৩৭ পৃষ্ঠার পর।

শ্রুতি কহিতেছেন “আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি” আত্মাতেই পরমাত্মাকে দৃষ্টি করিবে। “হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং” জীবাত্মারূপ জ্যোতির্ম্ময় কোষে ব্রহ্ম স্থিতি করেন। “তংহ দেবমাত্মবুদ্ধি-প্রকাশং” সেই পরমাত্মা আত্মবুদ্ধির প্রকাশক। এই প্রকারের বিস্তর শ্রুতি আছে। এই সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্ম পরমাত্মারূপে জীবাত্মার মধ্যে স্বয়ং প্রকাশ, এবং জীবাত্মা সেই প্রকাশের দ্বারা প্রকাশিত। সুতরাং শ্রুতির স্থূল সিদ্ধান্ত এই যে আত্মা শব্দ যত বিশদ রূপে পরমাত্মাতে প্রয়োগ হইতে পারে তত জীবাত্মাতে নহে। সেই হেতু জীবাত্মা যত দূর পরমাত্মাকে আমি বলিতে পারেন তত আপনাকে নহে। কিন্তু স্বতঃসিদ্ধতা ও পরতঃসিদ্ধতা, নিরুপাধিত্ব ও সোপাধিত্ব প্রভৃতির বিচার ব্যতীত জীবের সেই পরমাত্মভাব সিদ্ধ হয় না। এ সংসারে জীবাত্মা প্রকৃতিনিষ্ঠ হইয়া আছেন। প্রকৃতিকে ব্যবহার ও ভোগ করিবার নিমিত্তে জীবাত্মার বিবিধ করণ বিদ্যমান আছে। মনোবুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ এবং দেহেন্দ্রিয়াদি বাহ্যকরণ সমস্ত তাঁহার সহায়। জীবাত্মা এই সকল করণকে স্বীকার পূর্ব্বক স্থূল সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য ভোগে উন্মত্ত আছেন। আমরা বিষয়ভোগের মধ্যে থাকিয়া জীবাত্মাকে ঐ সকল লক্ষণাত্মক রূপে বুঝিয়া থাকি। কিন্তু শাস্ত্র জীবাত্মার তদতীত একটি পারমার্থিক অবস্থা জ্ঞাপন করেন। সে অবস্থায় বিষয়-সম্বন্ধ থাকে না। তখন তাহাকে লক্ষ্য করা যায় এমন কোন লক্ষণ বা চিহ্ন এ সংসারে পাওয়া যায় না। স্থূল সূক্ষ্ম বিষয়ে প্রবৃত্ত অন্তঃকরণাদি তখন নিবৃত্ত হয়। এই সকল অন্তঃকরণাদি লক্ষণকে উপাধি কহে। জীবাত্মা সংসারাবস্থায় তদভিমানী। অতএব সে অবস্থায় তাঁহাকে সোপাধিক কহা যায়। আর, পারমার্থিক অবস্থায় তিনি তাদৃশাভিমানশূন্য। সে জন্য তদবস্থায় তাঁহার কোন নির্দ্দেশ নাই। কেবল নিরুপাধিক বলিয়া উক্ত হন। ফলতঃ জীবাত্মার সোপাধিত্ব বিগত হইয়া নিরুপাধিত্ব প্রকাশিত হইলেও তিনি স্বর-

স্বপ্রকাশরূপ নহেন। পরমাত্মাই স্বয়ম্প্রকাশ ও স্বতঃসিদ্ধ। জীবাত্মা সেই পরজ্যোতিদ্বারা প্রকাশিত, সুতরাং পরতঃসিদ্ধ। পারমার্থিক অবস্থায় জীবাত্মা স্বয়ং উপাধিশূন্য বিধায় নিরুপাধিক পরমাত্মাকে দর্শন করিবার অধিকারী হয়। দর্শনমাত্রে আপনার ক্ষুদ্রত্ব বিসর্জ্জন করিয়া সেই হৃদয়পুণ্ডরীকস্থ মহান আত্মাকে আত্মারূপে গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে উভয় আত্মাই নিরুপাধিক বিধায় উভয়ের মধ্যে কোন উপাধিগত ব্যবধান থাকে না। কেবল তাদৃশ পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মবাদী "অহংব্রহ্ম" ভাব লাভ করিতে পারেন। তদ্ভিন্ন সে ভাবের কেহই অধিকারী নহেন। ইহাই সিদ্ধান্ত। এই অবস্থাই অমৃত। কিন্তু ইহা জীবাত্মার অত্যন্ত অভাবরূপ কোন লয়ের অবস্থা নহে। ইহা কেবল মাত্র জীবাত্মাভিমান-ত্যাগের এবং পরমাত্মজ্ঞানোদয়ের অবস্থা। ইহাই মোক্ষ।

মাণ্ডুক্যোপনিষদে আছে

"সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্ম অয়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ"।

এই জগতের সমুদয় বস্তু ব্রহ্ম, এই আত্মাই ব্রহ্ম, এই আত্মার চারি পাদ। এই শ্রুতির এমত অভিপ্রায় নহে যে ব্রহ্ম স্বয়ং এই জগৎ হইয়াছেন। ইহার মর্ম্ম এই যে ব্রহ্মরূপ কারণের অভাবে জগতের অসদ্ভাব উপস্থিত হয়। অতএব সমুদয় জগতের যাহা সার, যাহা প্রাণ, যাহা আত্মা, তাহা তিনি। এস্থলে কার্য্যকারণের অভেদ লক্ষণায় সমুদয় জগৎ ব্রহ্মরূপে কথিত হইয়াছেন। স্বরূপতঃ নহে। কিন্তু জগৎরূপ ব্যপদেশ দ্বারা যে ব্রহ্মোপদেশ তাহাতে ব্রহ্ম তৃতীয় পুরুষ রূপে নির্দ্দিষ্ট হন মাত্র। কেবল আত্মারূপেই তিনি প্রত্যক্ষ। এই কারণে এই শ্রুতিতে পশ্চাৎ কহিলেন "এই আত্মাই ব্রহ্ম" কিন্তু এরূপ উক্তিও সন্দেহশূন্য নহে। এজন্য আত্মার চারি পাদ কল্পনা পূর্ব্বক সোপাধিক ও অপ্রত্যক্ষহেতুক তিন পাদকে ত্যাগ করিয়াছেন। কেবল অবশিষ্ট পাদ যাহা নিরুপাধিক এবং জীবাত্মার প্রত্যক্ষ অন্তরাত্মা, তাঁহাকেই মোক্ষাধিকারে বিজ্ঞেয় বলিয়াছেন। আত্মার সোপাধিক ও অপ্রত্যক্ষ যে পাদত্রয় তাহার নির্দ্দেশ এই। এই জগৎ এবং জীবের স্থূল সূক্ষ্মাদি দেহ এই সমস্ত উপাধি-শব্দের বাচ্য। জগৎ ও দেহের তিন অবস্থা। বীজ বা কারণাবস্থা, অঙ্কুর বা সূক্ষ্মাবস্থা, পরিণত বা স্থূলাবস্থা। এই সর্ব্বাবস্থাতে পরমাত্মা উপহিত বা ঔপাধেয়। এই সমস্ত অবস্থাতেই তিনি স্রষ্টা, পাতা, বিধাতা, অন্তর্যামি ও নিয়ন্তারূপে বর্ত্তমান। জীবেরও ঐ তিন অবস্থা। তাহাও ঔপাধিক। জাগ্রদবস্থায় স্থূলের প্রভাব, স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম শরীরের প্রভাব, এবং সুষুপ্তিতে কারণ-দেহস্বরূপিণী অব্যক্ত প্রকৃতির প্রভাব। এই প্রত্যেক অবস্থায় পরমাত্মা উপহিত ও নিয়ন্তা। কিন্তু উহার কোন অবস্থাতেই পরমাত্মা প্রত্যক্ষরূপে দৃষ্ট হয় না। এই ত্রিবিধ-অবস্থাপন্ন সোপাধিক ঈশ্বরকে জীবের আত্মা বলা শাস্ত্রের অভিপ্রায় নহে কিন্তু তাঁহার যে চতুর্থ-পাদ-স্বরূপ মোক্ষজনন নিরুপাধিক অংশ আমাদের আত্মার স্বামি রূপে বা সাক্ষাৎ আত্মা রূপে আমাদের আত্মাতেই বিরাজিত, তিনিই প্রকৃত আত্মা বলিয়া অভিহিত হন। ব্রহ্মজ্ঞানীর জীবাত্মাতে দ্বৈত নাই। তাঁহার সংসার-বুদ্ধি ও তৎসহকারী অন্তঃকরণাদি অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীরাভিমান রূপ কোন উপাধি থাকে না। সুতরাং তাঁহার জীবাত্মা নিরুপাধিক। তাঁহার যিনি প্রকাশ স্বরূপ আত্মা তিনিও সৃষ্টি সংসারের অতীত রূপে

নিরুপাধিক। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানীর জীবাত্মা সর্ব্বপ্রকার সোপাধিক অহংজ্ঞানের অভাবে, অথচ স্বীয়পরতঃসিদ্ধতা হেতু নিরুপাধিক অহংব্রহ্মজ্ঞানে সিদ্ধ হয়। কিন্তু অল্পজ্ঞ স্বরূপ জীবাত্মা যে বাস্তবিক ব্রহ্ম অথবা মোক্ষাবস্থায় ব্রহ্ম হইয়া যায় শাস্ত্রের সে অভিপ্রায় নহে।

মহর্ষি বেদব্যাসও স্বীয় ব্রহ্মমীমাংসায় শ্রুতির ঐ তাৎপর্য্যই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশ বামদেববৎ" ইত্যাদি সূত্রে যে বিচার করিয়াছেন তাহা হইতে অতি সুন্দর সিদ্ধান্ত লাভ হইতেছে। ব্রহ্মকে আপনার আত্মা হইতে দূরস্থ ও পৃথক্ জ্ঞান করিবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি শাস্ত্রদৃষ্টিতে বামদেব ঋষির ন্যায় আপনাকেই ব্রহ্ম রূপে বর্ণন করে, তাহাতে এমন মনে করা উচিত নহে যে, তদ্দ্বারা তাহার স্বীয় ক্ষুদ্র জীবাত্মা ব্রহ্ম হইয়া গেল। কিন্তু ইহাই বুঝিতে হইবে যে তাহার আত্মা এক মাত্র ব্রহ্মজ্ঞানে আলোকিত হওয়ায় সে মুখ্য আত্মা স্বরূপ ব্রহ্মকেই আত্মা রূপে দৃষ্টি করিয়াছে। এস্থলে মহাত্মা রামমোহন রায় "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি ব্রহ্মাত্মভাব সম্বন্ধে কহিয়াছেন যে "ইত্যাদি বাক্যের অধিকারী সকলেই হয়েন, এ নিমিত্তে তাঁহাদিগ্যে জগতের স্বতন্ত্র কারণ এবং উপাস্য করিয়া স্বীকার করা যায় না"। অর্থাৎ, পারমার্থিক ভাবে সকলেই অহংব্রহ্মবাদ অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাঁহারা জগৎকারণ ও উপাস্য রূপে গৃহীত হইবেন এমন নহে। এ সম্বন্ধে উক্ত মীমাংসায় "আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ" প্রভৃতি সূত্রে ব্যাসদেব আরো সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মোক্ষের নিমিত্তে ব্রহ্মজ্ঞ সাধু ব্রহ্মকেই আত্মা রূপে গ্রহণ করিবে ও করাইবে। এবং উপাসনার নিমিত্তে "মনোব্রহ্মেত্যুপাসীত" প্রভৃতি শ্রুতি অনুসারে নিকৃষ্ট মনাদিকেও উৎকৃষ্ট ব্রহ্মদৃষ্টিতে গ্রহণ করিবে। কিন্তু তাই বলিয়া মনাদি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইল এমত নহে। কেবল উপাসনার নিমিত্তে তাহা উৎকৃষ্ট অধ্যাসমাত্র। অতএব আচার্য্যেরা কহিতেছেন যে

অহংব্রহ্মাস্মি, অয়মাত্মাব্রহ্মেত্যাদি মহাবাক্যৈঃ তত্ত্ববিদঃ আত্মত্বেন ব্রহ্ম গৃহ্ণাতি, তথা স্বশিষ্যান গ্রাহয়ন্তি"।

"অহংব্রহ্মাস্মি" "অহমাত্মাব্রহ্ম" ইত্যাদি মহাবাক্য দ্বারা তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি ব্রহ্মকেই আত্মারূপে গ্রহণ করিবেন এবং স্বীয় শিষ্যগণকেও গ্রহণ করাইবেন। কিন্তু

"নবক্তুরাত্মোপদেশাদিতিচেদধ্যাত্মসম্বন্ধভূমাহস্মিন্।"

ব্রহ্মজ্ঞ বক্তা আপনাকে ও শিষ্যকে পরমাত্মারূপে উপদেশ করিলেই সে বক্তার আত্মা যে উপাস্য হয় এমত নহে। এই সকল বাক্যের দ্বারা স্থির হইল যে বেদান্ত শাস্ত্র পরমাত্মাকে স্বয়ম্প্রকাশ ও প্রসিদ্ধ আত্মা রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু জীবাত্মাকে ব্রহ্ম বলেন নাই।

বৈদান্তিক আচার্য্যেরা "জীব-ব্রহ্ম" ও "জগদ্ব্রহ্ম" বাদকে যেরূপ তাৎপার্য্যে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অযুক্ত নহে। শ্রুতিবাক্য সকল অতি সংক্ষিপ্ত। অনেক শ্রুতির অর্থ সুস্পষ্ট নহে। শ্রুতমাত্রে তাহার এক প্রকার অর্থ বোধ হয়। কিন্তু লিঙ্গষট্ক দ্বারা বিচার করিলে তাহার প্রকৃত অর্থ জ্ঞাত হওয়া যায়। এস্থলে একটি লৌকিক দৃষ্টান্ত গ্রহণ করায় ক্ষতি নাই। যথা, "প্রদীপ"। এই শব্দটি উচ্চারণ মাত্রেই একটি অর্থ বোধ হইবে। স্থূলতঃ তৈলাধার-পাত্রের সহিত প্রজ্বলিত বর্ত্তিকাকে "প্রদীপ" বলিয়া বুঝাইবে।

কিন্তু যাঁহার যৎকালে যেমন নিষ্ঠা তিনি তৎকালে "প্রদীপ" শব্দে সেই অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন। চিত্ত যদি আলোকনিষ্ঠ থাকে, তবে প্রদীপ শব্দের আলোকই লক্ষ্য হইবে; আর যদি পাত্রনিষ্ঠ থাকে, তবে তাহার লক্ষ্য তৈলাধার হইবে। দেখ, এই একটি সামান্য শব্দ যাহা লইয়া আমরা প্রত্যহ ব্যবহার করি তাহার অর্থে এত গোল। "শব্দস্যাচিন্তশক্তিত্বাৎ" শব্দের অচিন্তশক্তি। তাহাতে, প্রতি শব্দই নানা অর্থে গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু, প্রকরণগত লিঙ্গষট্‌ক দ্বারা বিচার পূর্ব্বক ঋষি ও আচার্য্যগণ যে অর্থ অবধারণ করেন তাহাই উপাদেয়। কূট ও আভাস চৈতন্য, সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি, অহংব্রহ্মাস্মি, প্রভৃতি বৈদান্তিক শব্দ সমূহের যথাশ্রুত অর্থ এই যে জীবব্রহ্ম, জগৎব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্ম আমি ব্রহ্ম ইত্যাদি। ফলে যথাশ্রুত অর্থে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে। দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা ঐ সমস্ত বাক্যেরই অর্থ দ্বৈত পক্ষে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং জগৎ ও জীব যে ব্রহ্ম নহে তাঁহারা তাহাই দর্শাইয়াছেন। অদ্বৈতবাদী আচার্য্যেরা ঐ সকল বাক্য দ্বারা কেবল একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মভাব গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন আলোকনিষ্ঠ চিত্ত তৈলাধার পাত্রকে অবাধে ব্যতিরেক করে, সেইরূপ অদ্বৈতবাদী আচার্য্যেরা পরম বৈরাগ্য সহকারে জগৎ ও জীবাত্মারূপ দ্বৈতাবরণ ব্যতিরেক পূর্ব্বক আপনাদের অদ্বয় ব্রহ্মনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ঐ সকল দ্বৈতকে তাঁহারা পারমার্থিক দৃষ্টিতে ত্যাগ করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তৎসমূহকে ব্রহ্ম বলা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। জগৎ ও জীবাত্মারূপ দ্বৈত সেই অদ্বয় পরমাত্মার আলোকে প্রকাশিত। এই কারণে তাঁহারা পরমাত্মাকে আতপ এবং উক্ত দ্বৈত সমূহকে ছায়া, পরমাত্মাকে সত্যস্বরূপ এবং দ্বৈত জগৎ ও জীবকে মিথ্যা স্বরূপ কহিয়াছেন। একেবারে অলীক কহেন নাই। কেন না মিথ্যা দুই প্রকার। এক প্রকার মিথ্যা অভাববাচক এবং দ্বিতীয় প্রকার মিথ্যা ভ্রমবাচক। বন্ধ্যার পুত্র, শশশৃঙ্গ, আকাশকুসুম এ সকল অভাববাচক। তৎসমস্ত অস্তিত্বশূন্য ত্রিকাল-মিথ্যা। জগৎকে এ প্রকার মিথ্যা বলা শাস্ত্রের অভিপ্রায় নহে। কিন্তু তাহাকে মায়িক বলাই উদ্দেশ্য। মায়িক অর্থাৎ অধ্যাস বা ভ্রম। এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞানের নাম অধ্যাস। অর্থাৎ একটা বস্তু মূলে আছে, তাহা কি তাহা জানি না। সেই বস্তুকে অন্যরূপে দৃষ্ট হইতেছে। ইহাই মায়া। যেমন তেজে বারি-বুদ্ধি। রজ্জুতে সর্পবোধ, শুক্তিতে রজতবোধ ইত্যাদি। এস্থানে তেজ রজ্জু, শুক্তি প্রভৃতি বস্তুই জল, সর্প, ও রজতাদি ভ্রম জ্ঞানের আশ্রয়। তাহাই অন্য প্রকারে দৃষ্ট হয়। ভ্রমজ্ঞান বস্তুতন্ত্র নহে। বস্তুতন্ত্র হইলে তেজ রজ্জু ও শুক্তিই দৃষ্ট হয়। ভ্রমজ্ঞান কর্ত্তৃতন্ত্র। সুতরাং কর্ত্তার অন্তঃকরণ হইতে তাদৃশ জ্ঞান জন্মে। সেইরূপ এই জগৎ ও জীববোধ এক প্রকার অনাদি ভ্রম। ব্রহ্ম রূপ পরম বস্তুর আশ্রয়ে এবং কর্ত্তৃ ভোক্তৃ স্বরূপ জীবগণের প্রকৃতিরূপ অনাদি-বাসনা-প্রভাবে একমাত্র মায়া-বীজ-স্বরূপিণী ঐশী শক্তিতে জগদাদি রূপে দৃষ্ট হইতেছে। কেন না ইহাদের অস্তিত্ব কেবল ব্রহ্ম-শক্তিরই ভাব মাত্র। ইহারা স্বয়ম্ভু, স্বয়ংপ্রকাশ স্বতঃসিদ্ধ নহে। ব্রহ্মের প্রকাশে ইহারা প্রকাশিত। ব্রহ্মশক্তিরই মহিমা। সেই মূলবস্তু স্বরূপ শক্তিরই প্রভাব ও আধি

র্ভাব এই সমুদয়। পারমার্থিক জ্ঞানে, ব্রহ্ম-নিষ্ঠা সহকারে, বিষয়তৃষ্ণাশূন্য হইয়া দেখিলে যুগপৎ তাহাদের মায়িকত্ব এবং ব্রহ্ম-শক্তির প্রত্যক্ষত্ব অনুভূত হয়। দ্রষ্টা-স্বরূপ জীবেরই ভ্রম হইয়া থাকে। ব্রহ্ম-জ্ঞান জন্মিলে জীবের সে ভ্রম থাকে না। কেন না তখন জীব জানিতে পারেন যে আমি দেহ নহি, প্রাণ নহি, মন নহি, বুদ্ধি নহি, আমি অনিত্যকর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব বিশিষ্ট সংসারী জীবও নহি। এস্থলে প্রশ্ন এই তবে কি জীব ব্রহ্ম? যদি ব্রহ্ম হন তবে তাহার ঐ সকল ভ্রম হওয়া অসম্ভব। যদি নিজে মিথ্যা হন তবে তাঁহার সত্য বা মিথ্যা কোন জ্ঞানই হইতে পারে না। এস্থলে শাস্ত্রের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত এই যে জীব ব্রহ্মও নহেন, মিথ্যাও নহেন এবং সাংসারিক উপাধেয় জীবত্বও তাঁহার স্বরূপ নহে। তিনি নিরুপাধি, বিশুদ্ধ, ও অসংসারী। একমাত্র ব্রহ্মজ্যোতিই তাঁহার প্রকাশক। কেবল এই শেষোক্ত কারণে তাঁহার স্বতঃসিদ্ধতা স্বীকৃত হয় না। বিশেষতঃ সাধারণ দৃষ্টিতে জীবাত্মাকে যে রূপ সাংসারিক বলিয়া বোধ হয় তাহা সত্য নহে। এ দিকে অসংসারী বিশুদ্ধ জীবাত্মাও ব্রহ্মাশ্রিত। সেই বিশুদ্ধ জীবের অশুদ্ধ অবস্থাতে ভ্রম জন্মে। তাঁহার নির্ম্মল অবস্থাতে আপনাকে এবং জগৎকে এক মাত্র ব্রহ্মশক্তির আবির্ভাব ও আশ্রিত রূপ বোধ হইয়া দ্বৈত সত্ত্বেও অদ্বয় ব্রহ্মাত্মভাব লাভ হয়। সে অবস্থায় কেবল জ্ঞান দ্বারা দ্বৈতের বিনাশ হয় মাত্র এবং নিখিল দ্বৈতের আশ্রয় স্বরূপ একমাত্র ব্রহ্মের আত্মত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। ভ্রমজ্ঞানস্বরূপ দ্বৈতাভিমান বিগত হয়।

এই মীমাংসা বৈদান্তিক আচার্য্যগণের কূটস্থ ও আভাস চৈতন্যের বিচারেও স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। জীবাত্মাতে তদীয় প্রকাশক রূপ কূটস্থ পর ব্রহ্মের জ্যোতি আছে। সেই জ্যোতির নাম প্রতিবিম্ব বা আভাস চৈতন্য। সেই আভাস চৈতন্য অভাবে জ্যোতিবিহীন চক্ষুর ন্যায় জীবাত্মা অন্ধ। এই বিচারে অদ্বৈতবাদী আচার্য্যেরা উক্ত আভাসরূপী ব্রহ্মকেই আত্মারূপে বরণ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে যিনি জীবাত্মার প্রকাশক প্রধানতঃ তিনিই আত্মা। তিনি ব্রহ্ম। একথায় মৌলিক জীবাত্মাকে ব্রহ্ম বলা হইল না। তাঁহাকে একেবারে মিথ্যাও বলা হয় নাই। কিন্তু উৎকৃষ্ট জ্যোতির সম্মুখে ক্ষুদ্র জ্যোতি যেমন ম্রিয়মান হয়, এই পারমার্থিক ভাবে, ব্রহ্মের রাজসিংহাসনের সম্মুখে জীবাত্মা অকিঞ্চনের ন্যায় স্তব্ধানন্দে বিগলিত হইয়া গেল। ইহাই মোক্ষাবস্থা।

বৈদান্তিক আচার্য্যেরা "সর্ব্বং খলিদং ব্রহ্ম" বাক্যের যে তাৎপর্য্য ব্যাখা করিয়াছেন তাহাতেও উক্ত মীমাংসা দীপ্যমান। এই মহাবাক্যের অর্থ সামান্যতঃ এই যে সমস্ত জগতই ব্রহ্ম। কিন্তু তাহার লক্ষ্যার্থ তাহা নহে। সদানন্দযোগীন্দ্র কহিয়াছেন—

"আভ্যাং মহাপ্রপঞ্চতদুপহিতচৈতন্যাভ্যাং তপ্তায়ঃপিণ্ডবদবিবিক্তং সৎ অনুপহিতং চৈতনং "সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্মেবেতি" মহাবাক্যস্য বাচ্যং ভবতি, বিবিক্তং লক্ষ্যমপি ভবতি।"

সমুদয় জড় ও জীবসমন্বিত এই বিশ্বের নাম মহৎপ্রপঞ্চ। যেমন দগ্ধ লৌহপিণ্ডের সর্ব্বাঙ্গে অগ্নি ওতপ্রোত এই বিশ্বে সেই রূপ ব্রহ্ম ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত আছেন। "অয়োদহতি" (লৌহ পিণ্ড দহন করিতেছে) এই কথা বলিলে তাহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দুইটি তাৎপর্য্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাহার একটি বাচ্যার্থ এবং অন্যটি লক্ষ্যার্থ। বাচ্যার্থ এই যে সাগ্নিক যে লৌহপিণ্ড তাহাই কোন

পদার্থকে দহন করিতেছে। আর লক্ষ্যার্থ এই যে স্বয়ং লৌহপিণ্ডের কোন দাহিকা শক্তি নাই, সুতরাং তাহাতে ওতপ্রোতরূপে ব্যাপ্ত অথচ তাহা হইতে ভিন্ন যে অগ্নি তাহাই দহন করিতেছে। "অয়োদহতি" এই বাক্যের তাহাই লক্ষ্যার্থ। সেই রূপ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ব্রহ্মই জগৎ) এই বাক্যটির বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থরূপ দুইটি সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য আছে। তাহার বাচ্যার্থ এই যে এই জগতে ব্রহ্ম ওতপ্রোতভাবে প্রবিষ্ট থাকায় সমস্ত জগতই ব্রহ্মরূপে গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু তাহার লক্ষ্যার্থ অর্থাৎ প্রকৃতার্থ এই যে জগৎ কেবল হেয় উপাধি মাত্র। অন্বয়ব্যতিরেক হেতু সেই ভূতমাত্রোপাধিকে তিরস্কার করিতে হইবে। তিরস্কার করিলে তাহাতে সর্ব্বতোভাবে উপহিত, অথচ তাহা হইতে দগ্ধদারুনিঃসৃত অনলের ন্যায় স্বতন্ত্র যে ব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকেন তিনিই উপাদেয়। তিনিই লক্ষ্য এবং বেদ্য। অতএব "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই এই মহাবাক্যের লক্ষ্য সেই জগৎ হইতে ভিন্ন-স্বভাব-বিশিষ্ট ব্রহ্ম। নতুবা দেহকে আত্মবোধ করা যেমন স্থূল বুদ্ধির কার্য্য, দগ্ধ লৌহপিণ্ড, বা দগ্ধ দারুকে অগ্নিবোধ করা যেমন অবিশুদ্ধ বোধ, জগৎকে ব্রহ্ম বোধ করা সেইরূপ স্থূল বুদ্ধির কার্য্য। জ্ঞানই সর্ব্বপ্রকার প্রচলিত কুসংস্কারের বিনাশক। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি জ্ঞানযোগে কেবল ভাবই গ্রহণ করিবেন। অসংস্কৃত-চিত্ত শ্রুতকথাগ্রাহী ইতর লোকের ন্যায় তিনি শব্দের বাচ্যার্থ মাত্রে সন্তুষ্ট হইবেন না।

ক্রমশঃ

পাতঞ্জল দর্শন।

৪৬৪ সংখ্যক পত্রিকার ২২৫ পৃষ্ঠার পর।

ভাষ্য। অনুমেয়স্য তুল্যজাতীয়েষ্বনুবৃত্তোব্যাবৃত্তঃ সম্বন্ধোযস্তদ্বিষয়া সামান্যাবধারণপ্রধানা বৃত্তিরনুমানং। যথা দেশান্তরপ্রাপ্তেগতিমচ্চন্দ্রতারকং চৈত্রবৎ। বিপর্য্যশ্চাপ্রাপ্তে রগতিঃ।

অব্যভিচারি হেতু দ্বারা * অনুমেয় পদার্থের সামান্যাংশে বা সামান্য রূপে † যে নিশ্চয়, তাহাকে অনুমান বৃত্তি বা অনুমান প্রমাণ কহে ‡ ইহারও পূর্ব্ববৎ অনন্তরভাবী ফল (প্রমা) আছে, ফল না থাকিলে উহা প্রমাণ হইবে না। অনুমান এইরূপ করিতে হয়। চন্দ্র ও তারা সকল গতিশীল; কেন না, ইহাদের এক দেশ পরিত্যাগ ও অপর দেশ প্রাপ্তি দৃষ্ট হইতেছে। যাহাদেরই এক দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর-দেশ-প্রাপ্তি হয় তাহারাই গতিশীল। যেমন চৈত্র। কেবল চৈত্র (পুরুষ বিশেষের নাম) কেন, চৈত্র মৈত্র দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত সোমদত্ত আমি তুমি ইনি উনি সকলই সকল মনুষ্যই ইহার

---

* অর্থাৎ হেত্বাভাস-দোষ-বিনির্ম্মুক্ত হেতু দ্বারা। হেত্বাভাস-দোষ পঞ্চবিধ। সব্যভিচার ১ বিরুদ্ধ ২ প্রকরণসম ৩ সাধ্যসম ৪ কালাতীত ৫। পাঠকগণের বিশেষ রূপ জিজ্ঞাসা থাকে, গোতমদর্শনের ১ম অধ্যায়ের ২য় আহ্নিকের "সব্যভিচার-বিরুদ্ধ-প্রকরণসম সাধ্যসমা-তীতকালাঃহেত্বাভাসাঃ" (৪৫) অনৈকান্তিকঃ সব্যভিচারঃ" (৪৬) "সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্য তদ্বিরোধী বিরুদ্ধঃ" (৪৭) "যস্মাৎ প্রকরণচিন্তা স নির্ণয়ার্থমপদিষ্টঃ প্রকরণসমঃ" (৪৮) সাধ্যাবিশিষ্টঃ সাধ্যত্বাৎ সাধ্যসমঃ (৪৯) "কালাত্যয়াপদিষ্টঃ কালাতীতঃ" (৫০) এই সূত্র সকল বিশেষরূপে আলোচনা করিতে পারেন। ইহাতে মতভেদ নাই।

† বস্তুর দুটি অংশ সামান্য ও বিশেষ। মনুষ্য বস্তুর সামান্য মনুষ্য সকল, এবং কোনো একটি মনুষ্যই মনুষ্য-বস্তুর বিশেষাংশ। ইহা সাংখ্য বৃদ্ধের মতো। নৈয়ায়িকগণ সামান্যকে জাতি এবং বিশেষকে ব্যক্তি বলেন। এখানে সাংখ্যবৃদ্ধের মতেই পাঠকগণ আলোচনা করিবেন।

‡ অনুমান দ্বিবিধ স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। পরার্থানুমানে পঞ্চাবয়ব বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়। সে সকল বিস্তার এখন থাক।

দৃষ্টান্ত। কেবল মনুষ্যই কেন, পশু পক্ষী গো মহিষ প্রভৃতিও ইহার দৃষ্টান্ত। এ সকলের দেখ, একদেশ পরিত্যাগ ও অপর-দেশ-প্রাপ্তি আছে, এবং ইহারা গতিশীলও বটে। অতএব প্রকৃতে চন্দ্র ও তারাগণও যে গতিশীল তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ রহিল না। এইরূপে হেতুর বিপরীতে সাধ্যের বিপরীতও অনুমিত হইবে। অর্থাৎ যাহাদের একদেশ পরিত্যাগ ও অপরদেশ-প্রাপ্তি নাই তাহারা গতিশীল নহে। যেমন বিন্ধ্যগিরি। কেবল বিন্ধ্যগিরিই কেন, বিন্ধ্য-গিরি, শৈলগিরি, হিমালয়গিরি, প্রভৃতি সকল গিরিই ইহার দৃষ্টান্ত।

ভাষ্য। আপ্তেন দৃষ্টোঽনুমিতোবার্থঃ পরত্র স্ব-বোধ-সংক্রান্তয়ে শব্দেনোপদিশ্যতে। শব্দা তদর্থ বিষয়া বৃত্তিঃ শ্রোতুরাগমঃ। যস্যাশ্রদ্ধেয়ার্থো বক্তা ন দৃষ্টানুমিতার্থঃ স আগমঃ প্লবতে। মূলবক্তরি তু দৃষ্টানুমিতার্থে নির্ব্বিপ্লবঃ স্যাৎ ॥ ৭ ॥

আপ্ত পুরুষ, প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা যে বিষয় যেরূপ অবগত হন, তিনি পরকে অবগত করিবার জন্য যদি সেইরূপ সেই বিষয়টি শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেন তবে শ্রোতাগণের সম্বন্ধে সেই আপ্ত পুরুষের বাক্য আগম প্রমাণ। ইহারও ফল আছে। শাব্দবোধই ইহার ফল (প্রমা)। প্রমার করণ প্রমাণ। এই জন্যই 'আগম' প্রমাণ।

'আপ্তি' ধর্ম্ম যাহাতে থাকে, সেই আপ্ত পুরুষ। যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান, কারুণ্য ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ আছে, তাঁহাতেই এই আপ্তি-ধর্ম্ম থাকে। সুতরাং তিনিই আপ্ত পুরুষ। ব্রহ্মা, মনু, বেদব্যাস, সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার, বশিষ্ঠ, বাজ্ঞবল্ক্য, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি মহর্ষিরা এই আপ্ত পুরুষের অন্তর্গত। পক্ষে, যে ব্যক্তি অশ্রদ্ধেয় অর্থের বক্তা যাহার প্রতিপাদিত বিষয় সকল দৃষ্ট ও নহে অনুমিতও নহে, নিতান্ত অসম্ভব অলীক, অথচ তত্ত্বজ্ঞানও নাই কারুণ্যও নাই, ইন্দ্রিয়নিগ্রহও নাই, সে অনাপ্ত। অনাপ্তের আগম (উপদেশ) আগমাভাস, অর্থাৎ অগ্রাহ্য। অতএব ব্রহ্মাদি, বা মন্বাদি মূলশাস্ত্রকার বক্তাগণের প্রতি কিছু মাত্র সন্দেহ থাকিল না। ফলতঃ তাঁহারা যাহা কিছু দেখিয়াছেন বা অনুমান করিয়াছেন সেই মাত্রই করুণা করিয়া লোকগণকে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহাদের বাক্য নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ ॥ ৭

বুদ্ধির প্রমাণাদি পঞ্চ বৃত্তির অন্তর্গত প্রথম-নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ বৃত্তি নিরূপিত হইল। এক্ষণে তৎপর-নির্দ্দিষ্ট বিপর্য্যয়-বৃত্তি নিরূপিত হইতেছে।

সূঃ। বিপর্য্যয়োমিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্ ॥ ৮

বিপর্য্যয় মিথ্যাজ্ঞানকে কহে। এক বস্তুকে আর এক বস্তুর ভ্রম, ও মিথ্যাজ্ঞান, একই কথা।

ভাষ্য। স কস্মান্ন প্রমাণং? যতঃ প্রমাণেন বাধ্যতে। ভূতার্থবিষয়ত্বাৎ প্রমাণস্য। তত্র প্রমাণেন বাধনমপ্রমাণস্য দৃষ্টং। তদ্ যথা—দ্বিচন্দ্রদর্শনং। সদ্ বিষয়েন একচন্দ্রদর্শনেন বাধ্যতে ইতি।

এই বিপর্য্যয়-বৃত্তি প্রমাণ না অপ্রমাণ? অপ্রমাণ। কেন? যেহেতু ইহার প্রমাণ দ্বারা নিবৃত্তি হয়। পক্ষে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়, যথার্থ হওয়াই প্রমাণের প্রামাণ্য। সুতরাং যে, প্রমাণে টেকে না, সেই-ই অপ্রমাণ। অপ্রমাণ বিপর্য্যয়-বৃত্তির প্রমাণ দ্বারা কোথায় নিবৃত্তি হয়? তাহার কোনো উদাহরণ আছে? আছে। দ্বিচন্দ্র দর্শনই তাহার উদাহরণ। দেখ, এখানে প্রমাণ এক চন্দ্র দর্শন দ্বারা অপ্রমাণ বিপর্য্যয় জ্ঞানের নিবৃত্তি হইতেছে।

ভাষ্য। সেয়ং পঞ্চপর্ব্বা ভবত্যবিদ্যা। অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাইতি। এত এব স্বসংজ্ঞাভিস্তমোমোহোমহামোহস্তামিস্রান্ধতামিস্র ইতি। এতে চিত্তমলপ্রসঙ্গেচাভিধাস্যন্তে ॥ ৮ ॥

এই অবিদ্যার (বিপর্য্যয় জ্ঞানের) পাঁচটি

পাব আছে। অবিদ্যা ১অস্মিতা ২রাগ ৩দ্বেষ ৪ ও অভিনিবেশ ৫ নামে তাহারা প্রসিদ্ধ। অবিদ্যার এই পাঁচটি পাবই ক্লেশস্বরূপ। সাংখ্য বৃদ্ধেরা অবিদ্যাকে তম অস্মিতাকে মোহ রাগকে মহামোহ দ্বেষকে তামিস্র এবং অভিনিবেশকে অন্ধতামিস্র বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই পঞ্চ ক্লেশের বিশেষ রূপে নিরূপণ, চিত্তমলের নিরূপণ সময়ে, করিব ইচ্ছা রহিল। এক্ষণে ক্রমপ্রাপ্ত তৃতীয় বিকল্পবৃত্তি নিরূপিত হইতেছে।

মূ। শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ ॥৫

বি+বিশেষ রূপে, কল্প+অধ্যারোপ। ইত্যর্থে জানিয়া শুনিয়াও যে আরোপ জ্ঞান তাহাকে বিকল্প বৃত্তি বা বিকল্প জ্ঞান কহে। এইটি 'বিকল্প' এই শব্দ-লভ্য অর্থ। সমুদয় সূত্রের অর্থ এইরূপ। যে বস্তুর জ্ঞান হইতেছে সেটি অলীক, অথচ তাহার জ্ঞানও সত্যবৎ ও ব্যবহারও সত্যবৎ, ঈদৃশ অলীকবস্তু-বিষয়ক যে চিত্তবৃত্তি (জ্ঞান) তাহাকে বিকল্প জ্ঞান কহে।

ভাষ্য। স ন প্রমাণোপারোহী, ন বিপর্য্যয়োপারোহী। বস্তুশূন্যত্বেঽপি শব্দজ্ঞানমাহাত্ম্যনিবন্ধনোব্যবহারোদৃশ্যতে। তদ্ যথা চৈতন্যং পুরুষস্য স্বরূপমিতি। যদা চিতিরেব পুরুষস্তদা কিমত্র কেন ব্যপদিশ্যতে? ভবতি চ ব্যপদেশে বৃত্তি ঃ— যথা চৈত্রস্য গৌরিতি। যথা প্রতিষিদ্ধবস্তুধর্ম্মা নিষ্ক্রিয়ঃ পুরুষঃ। তিষ্ঠতি বাণঃ স্থাস্যতি স্থিতইতি। গতিনিবৃত্তৌ ধাত্বর্থমাত্রং গম্যতে। তথা অনুৎপত্তিধর্ম্মা পুরুষ ইতি। উৎপত্তিধর্ম্মস্য অভাবমাত্রমবগম্যতে ন পুরুষান্বয়ী ধর্ম্মঃ। তস্মাদ্ বিকল্পিতঃ স ধর্ম্মঃ। তেন চাস্তি ব্যবহার ইতি ॥ ৯ ॥

এই বিকল্প জ্ঞানকে প্রমাণও বলিতে পারি না, আবার অপ্রমাণও বলিতে পারি না। অর্থাৎ ইহা প্রমাণ বৃত্তির মধ্যেও অন্তর্ভূত হইতে পারে না এবং অপ্রমাণ বৃত্তির (বিপর্য্যয় বৃত্তির) মধ্যেও অন্তর্ভূত হইতে পারে না। ইহা প্রমাণ অপ্রমাণ হইতে স্বতন্ত্র, তৃতীয়, অর্থাৎ স্বনামেই প্রসিদ্ধ। যদ্‌বস্তুবিষয়ক জ্ঞান হইতেছে সেটি ইহার অলীক সুতরাং প্রমাণ আর কিরূপে বলি? পক্ষে অলীককে অলীক রূপে জানিয়া শুনিয়াও সত্যবদ্ জ্ঞান ও সত্যবৎ ব্যবহার হইতেছে সুতরাং অপ্রমাণই বা (বিপর্য্যয় জ্ঞান) কিরূপে বলি? অতএব ইহা প্রমাজ্ঞানও নহে, ভ্রমজ্ঞানও নহে, কিন্তু স্বতন্ত্র একথা কেবল মুখে বলিলে হইবে না, উদাহরণ চাই? উদাহরণ দেখ, জগতে ইহার উদাহরণের অসদ্ভাব নাই, অনেক আছে। অনেক আছে কি, 'অসৎখ্যা আছে' বলিলেও বলা যায়। সম্প্রতি কতিপয় প্রদর্শন করি।

১ চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ।
২ পুরুষ প্রতিষিদ্ধ-বস্তুধর্ম্মা।
৩ পুরুষ নিষ্ক্রিয়।
৪ বাণ থামিতেছে, থামিবে, থামিয়াছে।
৫ পুরুষ অনুৎপত্তিধর্ম্মা।

১। চেতন (পুরুষ) ও চৈতন্য দুইই যখন এক বস্তু তখন এই এক বস্তুতে ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-ভাব কল্পনা কিরূপে হইবে? ভিন্ন বস্তুদ্বয়েইত ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-ভাব কল্পনা হয়* ইহা প্রসিদ্ধই আছে, যেমন "চৈত্রের গোরু" দেখ, এখানে চৈত্র ব্যক্তি ও গোরু তিন বস্তু দ্বয়, এই জন্যই ইহাদের পরস্পর স্বামিভাব কল্পনা হইতেছে। এই রূপে "পৃথিবী গন্ধবতী" এই একটি উদাহরণ। এখানেও দেখ, পৃথিবী ও গন্ধ দুটি ভিন্ন বস্তু এই জন্যই ইহাদের ধর্ম্মধর্ম্মি ভাব কল্পনা

* ভিন্ন বস্তুদ্বয়ের কেবল ধর্ম্ম ধর্ম্মিভাব কল্পনা হয় এমন নহে, যেখানে যেমন সম্ভব সেখানে সেই রূপই কল্পিত হয়। স্বস্বামিভাব, জন্য-জনক ভাব ও কার্য্য-কারণ ভাব ইত্যাদি অনেক প্রকার আছে। এই সকলকে সম্বন্ধ কহে। ব্যাকরণের নিয়মানুসারে সকল সম্বন্ধে শব্দের উত্তর ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়া থাকে বাঙ্গালায় ষষ্ঠী বিভক্তি "র" অক্ষর।

হইতেছে। ফলতঃ 'ধর্ম্মধর্ম্মিভাব,' 'স্বস্বামিভাব,' 'জন্যজনকভাব' প্রভৃতি সম্বন্ধ-কল্পনা যে ভিন্ন-বস্তু-দ্বয়েই হইয়া থাকে অভিন্ন এক বস্তুতে হয় না এতদ্‌বিষয়ে জগতে এরূপ অনেক উদাহরণ আছে, তাহা আর কত দেখাইব। এই অভিন্ন এক বস্তু যে চেতন ও চৈতন্য,ইহার কেন এরূপ ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব কল্পনা হয়? যাহা দ্বারা লোকের 'চেতনের চৈতন্য' এরূপ ভেদ ভাবে জ্ঞান ও সেই জ্ঞানমূলক ঐ রূপ (চেতনের চৈতন্য) ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত বিশেষণ প্রয়োগ হইতেছে, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই বিকল্প জ্ঞান। জগতে মানবগণের যেমন প্রমা জ্ঞান ও ভ্রম জ্ঞান আছে তদ্রূপ একটী স্বতন্ত্র বিকল্প জ্ঞানও আছে। সেই বিকল্প জ্ঞান জন্যই এরূপ ব্যবহার হইতেছে।

২। পুরুষ, প্রতিষিদ্ধ-বস্তু-ধর্ম্মা। ইহার অর্থ, বস্তুধর্ম্মাভাববিশিষ্ট পুরুষ। এইরূপ অর্থেই ঐরূপ প্রয়োগ হইতেছে। অভাব যে কেবলান্বয়ী, স্বলক্ষণ-পরিণাম মাত্র * তবে পুরুষে উহা কি রূপে বিশেষণ হইবে? কেবলান্বয়ী অভাব যদি পুরুষ পদার্থ হইতে অতিরিক্ত হইত তবে ত উহা বিশেষণ হইতে পারে? এই বিকল্প জ্ঞানই অতিরিক্ত করিয়া দিল। সুতরাং বিশেষণ হওয়া আর অসম্ভব নহে।

৩। পুরুষ নিষ্ক্রিয়। এ উদাহরণটিও পূর্ব্ববৎ। ক্রিয়াভাব ও পুরুষ একই পদার্থ তথাপি বিকল্প জ্ঞান নিবন্ধন পুরুষে ক্রিয়াভাব বিশেষণ হইয়া পুরুষ ক্রিয়াভাব-বিশিষ্ট এইরূপ ঐ উদাহরণের অর্থ হইল।

৪। বাণ থামিতেছে, থামিবে, থামিয়াছে। এখানেও দেখ, 'থাম' ধাতুর † প্রকৃত অর্থ থামা মাত্র কিন্তু 'ইতেছে' 'ইবে' ও 'ইয়াছে' এই তিনটি প্রত্যয়ের যে ত্রিবিধ কালের বোধার্থ যোগ ও সেই যোগমূলক যে এক থামা তিন হইল ইহার কারণ কি? এক বস্তুকে যে দুই বস্তু জ্ঞান করে সেই বিকল্প জ্ঞানই এখানে এক থামাকে তিন থামা করিল। ফলতঃ ধাতুর কল্পনা প্রত্যয়ের কল্পনা বর্ত্তমানাদি কালের কল্পনা এ সমস্তই এই বিকল্প জ্ঞানের কার্য্য।

৫। পুরুষ অনুৎপত্তিধর্ম্মা। এই উদাহরণটি দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদাহরণের ন্যায় বুঝিবে। তথাপি কিঞ্চিৎ পরিষ্কার করিয়া দেই। "পুরুষ অনুৎপত্তিধর্ম্মা" বলিতে পুরুষে উৎপত্তি-ধর্ম্ম সকলের ‡ অভাব এই মাত্র বোধ হওয়া উচিত কিন্তু লোকগণের তাহা কৈ হইতেছে? লোক সকল "অনুৎপত্তি-ধর্ম্ম † একটি অসাধারণ ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া উহা পুরুষে বিশেষণ করিয়া দিতেছে‡ ইহার কারণ কি? ইহার কারণ বিকল্প

---

* নৈয়ায়িকগণের ন্যায় সাংখ্যবৃদ্ধগণ অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করেন না। ইহাঁরা অভাবকে অধিকরণ স্বরূপ বলেন 'ঘটের অভাব পটে' বলিতে ঘটাভাব পটস্বরূপ। 'ঘটের অভাব এই ভূমিতে' এই বলিতে ঘটাভাব এই ভূমি স্বরূপ। কেবল তত্তৎ অধিকরণ স্বরূপ বলিলেও চলিবে না। তত্তৎ অধিকরণের স্বলক্ষণপরিণাম স্বরূপ পর্য্যন্ত বলিতে হইবে। সেই পরিণামের ত্রৈবিধ্য যখন নিরূপিত হইবে তখন স্বলক্ষণ পরিণাম স্পষ্টরূপে বুঝিবেন। এখন আর বিস্তারে কাজ নাই।

† সংস্কৃত ভাষায় 'তিষ্ঠতি' 'স্থাস্যতি' 'স্থিত' এই তিনটি প্রয়োগের মূল ধাতু 'স্থা'। ভাষ্যকার 'স্থা' ধাতুরই উল্লেখ করিয়াছেন। আমি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে ও বুঝাইতে ব্রতী, সুতরাং বাঙ্গলা ভাষায় 'থামিতেছে' 'থামিবে' 'থামিয়াছে' এই তিনটি প্রয়োগের মূল ধাতু 'থাম' বই আর কি বলিব?

‡ উৎপন্ন পদার্থের পরিস্পন্দাদি ধর্ম্ম সকলকে উৎপত্তি ধর্ম্ম কহে।

† উৎপত্তি-ধর্ম্ম সকলের যে অভাব, তাহারই নাম 'অনুৎপত্তি-ধর্ম্ম'।

‡ অথচ ইহা সকলেই জানেন,—অভাব, বস্তুর কেবলীভাব অর্থাৎ তদভাবাধিকরণের সদৃশ পরিণাম মাত্র। এরূপ জানিয়া শুনিয়াও ঐ অভাব স্বরূপ অনুৎপত্তি-ধর্ম্মকে পুরুষের বিশেষণ করিতে ছাড়িতেছে না। ইহাই আশ্চর্য্য! বিকল্প জ্ঞান! তোমার অসাধ্য নাই!!

জ্ঞান। বিকল্প জ্ঞান নিবন্ধনই পুরুষে এই রূপ বিকল্পিত ধর্ম্ম আরোপিত হইতেছে (০) সুতরাং এরূপ ব্যবহারও হইতেছে § ॥৯॥

এক্ষণে বুদ্ধিবৃত্তির চতুর্থ অবয়ব বা চতুর্থ শাখা নিদ্রাবৃত্তির লক্ষণ সংক্ষেপে নিরূপিত হইবে।

ক্রমশঃ।

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য।

তৃতীয় প্রস্তাব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১। চৈতন্য মঙ্গল
বা চৈতন্য ভাগবত।

২। চৈতন্য চরিতামৃত।

বৃন্দাবনদাস-প্রণীত গ্রন্থ অধুনা "চৈতন্য ভাগবত" নামে পরিচিত, কিন্তু পূর্ব্বে এই গ্রন্থ চৈতন্য-মঙ্গল নামে আখ্যাত হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রধানত বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া চৈতন্য-চরিতামৃত রচনা করেন তিনি বারংবার ইহা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু একবারও বৃন্দাবনদাস-প্রণীত গ্রন্থকে "চৈতন্য ভাগবত" বলেন নাই। অধিকন্তু তিনি স্পষ্ট ভাবে লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্য চরিতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥
বৃন্দাবন দাস কৈল "চৈতন্য মঙ্গল"
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥"

(চৈ, চ, আদিখণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ।)

"বৃন্দাবন দাস নারায়ণীর নন্দন।
"চৈতন্যমঙ্গল" যিহোঁ করিলা রচন॥
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
"চৈতন্য মঙ্গলে" ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥"

(চৈ, চ, আদিখণ্ড একাদশ পরিচ্ছেদ)

"বৃন্দাবন দাস ইহা "চৈতন্যমঙ্গলে"।
বিস্তারি বর্ণিয়াছে চৈতন্য কৃপাবলে॥"

(চৈ, চ, আদি খণ্ড, সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।)

বৃন্দাবনদাস স্বয়ং তাঁহার গ্রন্থকে কি আখ্যা দান করিয়াছিলেন ইহা বলা নিতান্ত কঠিন নহে। তাঁহার গ্রন্থের কোনও কোনও স্থানে "চৈতন্যচরিত" শব্দের পরিবর্ত্তে "চৈতন্যমঙ্গল" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়—

"তবে দুই প্রভু স্থির হই একস্থানে।
বসিলেন চৈতন্য মঙ্গল সঙ্কীর্ত্তনে॥"

(অন্ত্য খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়।)

"তথাপি অদ্বৈত বাক্য অলঙ্ঘ্য সভার।
গাইতে লাগিল শ্রী চৈতন্য অবতার॥
নাচেন অদ্বৈত সিংহ আনন্দে বিহ্বল।
চতুর্দ্দিকে গায় সবে চৈতন্য মঙ্গল॥"

(অন্ত্য খণ্ড সপ্তম অধ্যায়)

অধিকন্তু চৈতন্যচরিতামৃত পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়—কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনদাসের অনুমতি লইয়া নিজগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—

"চৈতন্য লীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন।
তাঁর আজ্ঞায় করি তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ॥"

(চৈ,চ, মধ্যম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ)

এই অবস্থায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবন-দাস-রচিত গ্রন্থের যে নাম লিখিয়াছেন তাহাই বৃন্দাবন দাসের অনুমোদিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, মুদ্রিত পুস্তকের, আদি খণ্ডের শেষ ভাগে "ইতি শ্রী চৈতন্য ভাগবতে আদি খণ্ড সম্পূর্ণম্" এই মাত্র উল্লেখ আছে। কিন্তু আমরা

(০) অর্থাৎ যাঁহাতে সুস্পষ্ট পদার্থের ধর্ম্ম কিছুই নাই, তাঁহাতে জানিয়া শুনিয়াও "কিছুই নাই" এইটিই আবার ধর্ম্ম (বিশেষণ) করিয়া দিলাম। হাঃ কুসংস্কার!

§ অমি বিচারাংশ সকল পরিত্যাগ করিয়া অতি সংক্ষেপে স্থূল স্থূল সারাংশ সকল বলিলাম।

মুদ্রিত পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার আদি খণ্ডের শেষ ভাগে (১০০ পৃষ্ঠায়) "ইতি আদি খণ্ড ও গয়াভূমিগমনং পঞ্চদশো-ধ্যায় সংপূর্ণ।" লিখিত আছে। অতএব বোধ হয় বৃন্দাবন দাস স্বয়ং কখনই তাহার গ্রন্থকে "চৈতন্য ভাগবত" লিখিয়া যান নাই। মুদ্রাঙ্কনকালে বৈষ্ণবগণ চৈতন্য মঙ্গলকে "চৈতন্য ভাগবত" আখ্যা দান করিয়াছে।

কুমারহট্টনিবাসী শ্রীনিবাস বা শ্রীবাস পণ্ডিত চৈতন্যের একজন প্রিয় শিষ্য ও সহচর ছিলেন। উক্ত পণ্ডিতের ভ্রাতৃদু-হিতা নারায়ণীর গর্ভে বৃন্দাবন দাস জন্মগ্রহন করেন। কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয় ভ্রমক্রমে নারায়ণীকে শ্রীনিবাসের দুহিতা লিখিয়া-ছেন। বৃন্দাবন দাস স্বয়ং লিখিয়া গিয়া-ছেন—

"*

* * * *

শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নাম নারায়ণী।"

(মধ্য খণ্ড. দ্বিতীয় অধ্যায়।)

যে সময়ে চৈতন্য শ্রীনিবাসের গৃহে বাস করেন, সেই সময়ে নারায়ণী চার বৎসরের বালিকা মাত্র। বালিকা নারায়ণী চৈতন্যের প্রসাদ ভোজন করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিল। চৈতন্য তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। সেই কৃষ্ণপ্রেমমুগ্ধ বালিকার গর্ভে দ্বিতীয় "অগ্নি শর্ম্মা" রূপ বৃন্দাবন দাস জন্ম গ্রহণ করেন। বৈষ্ণবগণ বৃন্দাবন দাসকে ব্যাসদেবের অবতার লিখি-য়াছেন। প্রকৃত পক্ষে চৈতন্যঅনুচরদি-গের কাণ্ডকীর্ত্তন দর্শনে বোধ হয় তাঁহারা ভাগাভাগীতে এক একটি বিশিষ্ট লোক হওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন।

বৃন্দাবন দাস বোধ হয় চৈতন্যের জীবি-তাবস্থায় জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার তিরোধানান্তে "চৈতন্যমঙ্গল" গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। চৈতন্যমঙ্গল সম্ভবত শকা-ব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ ভাগে রচিত হইয়াছিল।

ন্যায়রত্ন মহাশয় বৃন্দাবন দাসের "পা-ণ্ডিত্য" ও "কবিত্বের" কিঞ্চিৎ প্রশংসা করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় বৃন্দাবন দাস এক জন পণ্ডিত কিন্তু সুকবি নহেন। তাঁহার কাব্য নীরস।

চৈতন্যমঙ্গল-রচনার অল্প কাল পরেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য-চরিতামৃত রচনা করেন। এই গ্রন্থ শকাব্দের পঞ্চদশ শতা-ব্দীর অন্তে কিম্বা ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস বৈদ্যজাতীয়। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী ঝামাতপুরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি নিজ গ্রন্থের আদি খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে যে রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা অনুমিত হয়, তিনি বলরামের অবতার নিত্যানন্দের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করেন। চৈতন্যের শিষ্য ও সহচর খ্যাতনামা রূপ, সনাতন ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পদাশ্রয় ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দা-বনে বাস করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে অব-স্থানকালে তিনি নিজ গ্রন্থ রচনা করিয়া-ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য-চরিতা-মৃতে বারংবার বলিয়াছেন, কৃষ্ণাবতারে ব্যাস যেরূপ ভগবানের চরিত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেইরূপ চৈতন্যাবতারে ব্যাসের অবতার বৃন্দাবন দাস "চৈতন্যমঙ্গল" গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস যে সকল বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন তাহার বিস্তৃত বর্ণনাই কৃষ্ণদাসের প্রধান উদ্দেশ্য।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ সুকবি ও পণ্ডিত। তাঁহার কাব্য অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল। ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন "চরিতামৃতের ভাষা বিশেষ সুশ্রাব্য বা সুন্দর নহে।" চৈতন্যমঙ্গল ও

চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষা সেকালে অর্থাৎ কতক বিশুদ্ধ সংস্কৃত, কতক প্রাকৃত কতক নিতান্ত অপভ্রংশ গ্রাম্য শব্দ ও ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখা যায়, তথাপি চৈতন্য-চরিতামৃত চৈতন্যমঙ্গল অপেক্ষা প্রাঞ্জল। কিন্তু চরিতামৃতে ভাষা একটুকু বাঁকা, কৃষ্ণদাস কবিরাজ চরিতামৃতে বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ভূরি ভূরি বচন উদ্ধৃত ও প্রমাণস্থলে প্রয়োগ করিয়া বিলক্ষন পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু চৈতন্যের অবতারত্ব প্রমাণ করিবার জন্য তিনি যে সকল বচন কৌশল সহকারে স্বগ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন তৎপাঠে আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। সংস্কৃত বচনের এত বাহুল্য না হইলে গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত সুপাঠ্য হইত।

উভয় গ্রন্থই আদি, মধ্য ও অন্ত্য তিন খণ্ডে বিভক্ত। চৈতন্যমঙ্গল আদি খণ্ডে ১৫, মধ্য খণ্ডে ২৬, ও শেষ খণ্ডে ৮টী অধ্যায়। চৈতন্য চরিতামৃতে আদি খণ্ডে ১৭, মধ্য খণ্ডে ২৫ ও অন্ত্য খণ্ডে ২০টী পরিচ্ছেদ।

উভয় গ্রন্থই চৈতন্যের জীবন-চরিত-মূলক। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গ্রন্থকারদ্বয়ের গোঁড়ামি নিবন্ধন অসাধারণ ঈশ্বর-প্রেমিক চৈতন্যের চরিত্রেও কিঞ্চিৎ কলঙ্ক নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাঁহারা কথায় কথায় চৈতন্যকেও অগ্নিশর্ম্মা রূপে পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা চৈতন্যের বাল-স্বভাবের কথা বলিতেছি না। যে সময়ে তিনি ঈশ্বরের প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছেন, দয়াময় পরমেশ্বরের দয়া ও ক্ষমার প্রতিবিম্ব তাঁহার হৃদয়ে পূর্ণভাবে পতিত হইয়াছে সে সময়েও আমরা কখন কখন তাঁহার উগ্রচণ্ড রূপ দর্শন করিয়া আন্তরিক বেদনা অনুভব করিয়া থাকি। যাহা হউক এই দুই গ্রন্থ অবলম্বনে এক্ষণে আমরা চৈতন্যের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত পাঠকদিগকে উপহার অর্পণ করিতেছি।

চৈতন্য।

বঙ্গেশ্বর আদিশূরের ন্যায় জয়ন্তীয়াপতি আদিত্য সত্যসিন্ধু আর্য্যাবর্ত্ত হইতে একদল বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। সেই ব্রাহ্মণগণের সন্তান সন্ততিগণ "শ্রীহট্টের বৈদিক" নামে খ্যাত। সেই বৈদিককুলজাত—

"শ্রীহট্ট নিবাসী শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র নাম।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্‌গুণ প্রধান॥
সপ্ত মিশ্র তার পুত্র সপ্ত ঋষীশ্বর।
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর॥
জগন্নাথ জনার্দ্দন ত্রৈলোক্য নাথ।
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ॥"

(চৈ, চ, আদিখণ্ড, ১৩ পরিচ্ছেদ।)

জগন্নাথ মিশ্র বিদ্যাভ্যাস জন্য নবদ্বীপে বাস করিতেছিলেন। তথায় নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর(১) দুহিতা শচীর সহিত তাহার পরিণয় কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। শচীর গর্ভে ক্রমে ক্রমে জগন্নাথের ৮টী কন্যা জন্মিয়া শৈশবেই কালকবলিত হয়। তৎপরে তাঁহাদের একটী পুত্র জন্মে। সেই শিশুর নাম বিশ্বরূপ রাখা হইয়াছিল। বিশ্বরূপের জন্মের পর শচী পুনর্ব্বার অন্তঃসত্ত্বা হইলেন।

"হৈতে হৈতে হৈল গর্ভ ত্রয়োদশ মাস।
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে মিশ্রের হৃদে ত্রাস॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী কহিল গণিয়া।
এই মাসে পুত্র হবে শুভক্ষণ পাঞা॥
চৌদ্দশত সাত শকে মাস ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকাল হৈল শুভক্ষণ॥

(১) পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে যে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও শ্রীহট্ট নিবাসী। আধুনিক লেখকগণ চক্রবর্ত্তীকে "নবদ্বীপ নিবাসী" লিখিয়া চৈতন্যের উদর বঙ্গের আংশিক স্বত্বাবধারণ করিতে ইচ্ছুক। আমরা শ্রীহট্টবাসীদিগের প্রতি অবিচার পারি না। চৈতন্যের উপর তাহাদের রহিয়াছে।

সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্ব শুভক্ষণ॥
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন॥
এত জানি চন্দ্রের রাহু করিলা গ্রহন।
* * * * * "

(চৈ, চ, আদিখণ্ড, ১৩ পরিচ্ছেদ।)

এতদ্দ্বারা উপপাদিত হয় যে মিশ্রের দ্বিতীয় পুত্র ত্রয়োদশ মাস মাতৃগর্ভে বাস করত ১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তাঁহার জন্মকালে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রোপরি পতিত হইয়াছিল। প্রতিবেশিনীরা সেই বালকের নিমাই আখ্যা দান করেন। কিন্তু নামকরণ কালে তাঁহার নাম বিশ্বম্ভর হইয়াছিল।

যে সময়ে নিমাই বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করেন প্রায় সেই সময়ে পঞ্জাবে ও ইয়োরোপে আরও দুইটী বালক ভূমিষ্ঠ হয়। উত্তর কালে এই তিনটী শিশুর জীবন এক স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছিল। বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না যে পঞ্জাব-দেশ-জাত বালক নানক ও ইউরোপ-জাত বালক লুথার।

নিমাইকে তাঁহার অনুচরগণ কখন বা পূর্ণ ব্রহ্মের ও কখন বা ব্রজরাজনন্দন কৃষ্ণের অবতার লিখিয়াছেন এবং তজ্জন্য তাঁহার জন্মের অগ্রপশ্চাতে ভূরি ভূরি অলৌকিক ঘটনা বর্ণন করিয়াছেন। আমরা সে সমস্ত অমূলক কথার উল্লেখ করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করি।

শৈশবাবস্থায় নিমাই অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। তিনি প্রতিবেশীদিগের গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক খাদ্য দ্রব্য অপহরণ করিতেন। এ জন্য জনক জননী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলে নিজ গৃহের দ্রব্যাদি অপচয় ও মৃৎপাত্র সকল চূর্ণ করিতেন। স্ত্রীলোকেরা ইষ্ট দেবতার পূজার জন্য নৈবেদ্যাদি লইয়া গঙ্গাতীরে গমন করিলে নিমাই তাহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ ও ভোজন করিতেন। গোঁড়া চরিতাখ্যায়কগণ এই সকল কুকার্য্যকেও বাল্যলীলা বলিয়া নানা প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চরিতামৃতকার এক স্থানে চৈতন্যের মুখে "গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর মহেশ কিঙ্কর।" এই পদটী বলাইয়া যে কত আনন্দ অনুভব করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। চৈতন্য জ্ঞান লাভ করিয়া কখনও এবম্প্রকার কিছু বলেন নাই বাল্যকালে অজ্ঞানাবস্থায় ইহা বলিয়া থাকিলেও সেই কথার উল্লেখ করিয়া গৌরব করা নিতান্ত অজ্ঞানের কার্য্য। শাক্তগণ দুর্গাকে ব্রহ্মরূপিণী ও আদ্যাশক্তি এবং শৈবগণ শিবকে দেবদেব ও মহেশ্বর বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। যে ভাবেই হউক এই সকল সম্প্রদায় একমাত্র ঈশ্বরেরই উপাসনা করিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের ইষ্ট দেবতাকে দাস দাসী বলিয়া যে বর্ণনা করে ইহা নিতান্ত অন্যায় কার্য্য। চৈতন্য-সহচরদিগের গোঁড়ামি ও ঘৃণিত কার্য্যগুলি নিতান্ত লজ্জাজনক। (১)

(১) জনৈক চৈতন্যানুচর "পণ্ডিতের" নিকট একদা আমরা যাহা শ্রবণ করিয়াছি, পাঠকগণ তাহা শ্রবণ করুন * * * গোস্বামী আহার করিলে পর তাহার স্ত্রী স্বীয় পুত্রকে বলিলেন যাও বাবা তোমার পিতার প্রসাদ গ্রহণ কর, তৎপরে আমি ভোজন করিব, পুত্র বলিলেন না মা আপনি অগ্রে প্রসাদ গ্রহণ করুন আমি তৎপরে আপনার প্রসাদ গ্রহণ করিব। মাতা বলিলেন বাবা সে কি হইতে পারে, তুমি প্রভুবংশজ গোস্বামীসন্তান আমি শাক্ত বামনের মেয়ে, আমি কি তোমাকে প্রসাদ দিতে পারি। পাঠকগণ ইহা লেখকের কল্পিত গল্প মনে করিবেন না, আমরা স্বকর্ণে জনৈক বৈষ্ণব-নাম-ধারী অবৈষ্ণবের মুখে এই ঘৃণিত গল্প শ্রবণ করিয়াছি। ন্যায়রত্ন মহাশয় "নিরীহস্বভাব বৈষ্ণবদিগের" পক্ষ সমর্থন করিয়া ২১৪টী কথা বলিয়াছেন (৫৫।৫৬ পৃষ্ঠা।) বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দ্বারা যে

নিমাই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় তাঁহার অগ্রজ বিশ্বরূপ গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নিরুদ্দেশ হন। এই আকস্মিক ঘটনা দ্বারা চৈতন্যের চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন বর্ত্তমান অবস্থায় তিনি বৃদ্ধ জনক জননীর এক মাত্র অবলম্বন ও আশ্রয়। তাঁহার চঞ্চল স্বভাব বিদূরিত হইল,তিনি মনোযোগ পূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন।

"যে অবধি বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
তদবধি প্রভু চিত্তে হইয়া সুস্থির॥
নিরবধি থাকে পিতামাতার সমীপে।
দুঃখ পাসরায় সুখে জননী জনকে॥
খেলা সম্বরিয়া প্রভু যত্ন করি পড়ে।
তিলার্দ্ধেক পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে॥"

(চৈ, ম, আদিখণ্ড, ৬ অধ্যায়।)

বিদ্যাভ্যাসকালে নিমাইএর অসাধারণ ধীশক্তি দর্শনে, অধ্যাপক ও তাঁহার সহাধ্যায়িগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন।

"একবার যে সূত্র পড়িয়া প্রভু যায়।
আর বার উলটিয়া সভারে ঠৈকায়॥
দেখিয়া অপূর্ব্ব বুদ্ধি সভেই প্রশংসে।"

* * * *

(চৈ, ম, আদিখণ্ড ৬ অধ্যায়।)

"যত ব্যাখ্যা গঙ্গাদাস পণ্ডিত করেন।
সকৃৎ শুনিলে মাত্র ঠাকুর ধরেন॥
গুরুর সকল ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন।
পুনর্ব্বার সেই ব্যাখ্যা করেন স্থাপন॥
সহস্র সহস্র শিষ্য পড়ে যত জন।
হেন কার শক্তি নাহি করয়ে দূষণ॥
দেখিয়া অদ্ভুত বুদ্ধি গুরু হরষিত।
সর্ব্বশিষ্য শ্রেষ্ঠ করি করিল পূজিত।"

চৈ, ম, আদি খণ্ড ৭ অধ্যায়।

গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়া নিমাই বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট সাহিত্য অলঙ্কারাদি অধ্যয়ন করেন। বাসুদেবের ছাত্রগণমধ্যে চৈতন্য, রঘুনাথ ও রঘুনন্দনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অল্প বয়সেই নিমাই সংস্কৃত শাস্ত্রে পারদর্শী হইলেন এবং অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন।

যৌবনের প্রারম্ভে নিমাই বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীর বিমল প্রণয়ে মুগ্ধ হন। লক্ষ্মী যেরূপ সুন্দরী নিমাইও সেইরূপ সুন্দর, সুপুরুষ ছিলেন। সুতরাং লক্ষ্মীও তাঁহার ন্যায় প্রেমানুরাগিণী হইয়া পড়েন। তাঁহাদের বিবাহ হইবার পূর্ব্বে গোপনে প্রকৃত বিবাহ হইয়া গিয়াছিল।

"এক দিন বল্লভাচার্য্য কন্যা লক্ষ্মী নাম।
দেবতা পূজিতে আইল করি গঙ্গাস্নান॥
তারে দেখি প্রভু হৈল সাভিলাষ মন।
লক্ষ্মী চিত্তে সুখ পাইল প্রভুর দর্শন॥
সাহজিক প্রীত দুহার করিল উদয়।
বাল্যভাবে ছন্নতনু হইল নিশ্চয়॥
দুঁহা দেখি দুঁহার চিত্তে হইল উল্লাস।
দেবপূজা ছলে কৈল দুহে পরকাশ॥
প্রভু কহে আমা পূজ আমি মহেশ্বর।
আমারে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর॥
লক্ষ্মীতার অঙ্গে দিলা পুষ্পচন্দন।
মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন॥
প্রভু তার পূজা পাঞা হাসিতে লাগিলা।
শ্লোক পড়ি তার ভাব অঙ্গিকার কৈলা॥"

(চৈ, চ, আদিখণ্ড ১৪ পরিচ্ছেদ।)

এই সময় জগন্নাথ মিশ্র পরলোক গমন করিলে নিমাই শাস্ত্রানুসারে তাঁহার প্রেতকার্য্য সম্পাদন করেন। তৎপরে বনমালী ঘটক নিমাই ও লক্ষ্মীর প্রণয়-বৃত্তান্ত জ্ঞাত

বাঙ্গালা ভাষার বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছে, তাহা আমরা স্বীকার করিতেছি কিন্তু তাহাদের গোঁড়ামি নিতান্ত ঘৃণা ও লজ্জাজনক।

গত হইয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। শচী প্রথমত এই বিবাহে অসম্মত ছিলেন, কিন্তু পশ্চাৎ পুত্রের মনোভাব জ্ঞাত হইয়া অচিরাৎ বল্লভ-দুহিতার সহিত নিমাইএর পরিণয়-কার্য্য সম্পাদন করিলেন।

অল্পকাল মধ্যে নিমাই একজন প্রধান পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত হইলেন। বাঙ্গলার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে বহুসংখ্যক ছাত্র অধ্যয়ন জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। চৈতন্য-চরিতাখ্যায়কগণ লিখিয়াছেন এই সময়ে নিমাই জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে জয় করিয়া অসাধারণ যশোলাভ করিয়াছিলেন।

এই সকল ঘটনার পর নিমাই পিতৃভূমি সন্দর্শনার্থ শ্রীহট্ট প্রদেশে গমন করেন। বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীহট্টের পরিবর্ত্তে "বঙ্গদেশ" লিখিয়াছেন। বোধ হয় তাঁহাদের লিখিত "বঙ্গ" প্রকৃত "বঙ্গ" হইতে বিস্তৃত। আমরা দেশ-প্রচলিত প্রবাদ ও চৈতন্যের উত্তর কালের কার্য্য দ্বারা "বঙ্গে গমন" কে "শ্রীহট্ট গমন" অবধারণ করিলাম। নবদ্বীপনিবাসী হইলেও "নিমাই" এর প্রতি ব্যঙ্গোক্তি পূর্ব্বক "ছিলটীয়া" বা "ছিলটী" শব্দ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন নিমাই শ্রীহট্টের কদর্য্য ভাষার উল্লেখ করিয়া শ্রীহট্টবাসীদিগকে বিদ্রূপ করিলে তাঁহারা তাঁহাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন—

* * * *

তুমি কোন দেশী তাহা কহত নিশ্চয়॥
পিতা মাতা আদি করি যতেক তোমার।(৩)
বল দেখি শ্রীহট্টে জন্ম না হয় কাহার॥

আপনি হইয়া শ্রীহট্টিয়ার তনয়।
তবে ঢোল কর কারে অন্যে দুঃখ পায়॥"

নিমাই কিছুকাল শ্রীহট্টে বাস করিয়াছিলেন। এই সময়ে পতিবিরহকাতরা লক্ষ্মী সর্প-দংশনে মানব-লীলা সম্বরণ করেন।

নিমাই শ্রীহট্ট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পতিপ্রাণা পত্নীর মৃত্যু-সম্বাদ অবগত হইলেন। তিনি প্রথমত পত্নী-বিয়োগ শোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন। এই শোক হইতেই তাঁহার হৃদয়ে সংসার-বৈরাগ্য ও বৈরাগ্য হইতে ঈশ্বর-প্রেমের সূত্রপাত হয়।

"প্রিয়ার বিরহ দুঃখ করিয়া স্বীকার।
স্তব্ধ হই রহিলেন সর্ব্বদেবসার॥
লোকানুকরণ দুঃখ ক্ষণেক করিয়া।
কহিতা লাগিলা কিছু ধৈর্য্য চিত্ত হৈয়া॥
"কস্য কে পতিপুত্রাদ্যা মোহএবহি কেবলং।"

বৃদ্ধা জননীর অনুরোধে নিমাইকে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। এবার তিনি "পণ্ডিতরাজ" সনাতনের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার অন্তেবাসী ধনবান যুবক বুদ্ধিমন্ত এই বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহে নিমাইএর সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল বলিয়া বোধ হয় না, কারণ লক্ষ্মীর বিয়োগে তাঁহার হৃদয়ে যে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, দিন দিন সেই বৈরাগ্য বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহার মনকে এক অদ্ভুত ও পুণ্যময় পথে প্রধাবিত করিবার সূত্রপাত করিল। সেই বৈরাগ্যপূর্ণ হৃদয়ে তিনি ভক্তি-রত্নাকর শ্রীমদ্ভাগবতে নিমজ্জিত হইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া পূর্ব্বপত্নী লক্ষ্মীর অভাব পূর্ণ করিতে পারিলেন না, দাম্পত্য প্রেমের পরিবর্ত্তে তাঁহার হৃদয়ে জগতের সারভূত পবিত্র ঈশ্বর-প্রেমের প্রতিবিম্ব পতিত হইল।

সেই বৈরাগ্যপূর্ণ হৃদয়ে তিনি প্রেমময়ী পূর্ব্বপত্নীর প্রেতকৃত্য সম্পাদন

(৩) এতদ্দ্বারা অনুমিত হইতেছে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। বোধ হয় জগন্নাথ ও শচীর পরিণয় কার্য্য দ্বারা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর নবদ্বীপে আগমনের সূত্রপাত হয়।

জন্য গয়াক্ষেত্রে গমন করেন। সেই-স্থানে ঈশ্বর পুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষ্যাৎ হয়। পুরী এক জন পণ্ডিত ও ঈশ্বর-প্রেমিক প্রকৃত বৈষ্ণব। ঈশ্বর পুরী সর্ব্বদা নিমাইকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহার সেই উপদেশে নিমাইএর বৈরাগ্যপূর্ণ হৃদয়ের অন্তস্তল অবধি বিদ্ধ হইল। তিনি পুরীর নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। (৪)

লক্ষ্মীর মৃত্যু হইতে নিমাইএর হৃদয়ে যে অনল প্রচ্ছন্ন ভাবে জ্বলিতেছিল ঈশ্বর পুরীর উপদেশরূপ-ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হইয়া তাহা সুবিমল জ্যোতি ধারণ পূর্ব্বক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। নিমাই ঈশ্বর-প্রেমে উন্মত্ত হইলেন।

"প্রভু বলে গয়া করিবারে আইলাম।
সার্থক হইল ঈশ্বর পুরী দেখিলাম॥
আর দিন নিভৃতে ঈশ্বর পুরী স্থানে।
মন্ত্র দীক্ষা চাহিলেন মধুর বচনে॥
পুরী বলে মন্ত্র বা বলিয়া কোন্ কথা।
প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্ব্বথা॥
তবে তার স্থান শিক্ষাগুরু নারায়ণ।
করিলেন দশাক্ষর মন্ত্রের গ্রহণ॥
তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীরে।
প্রভু বলে দেহ আমি দিলাম তোমারে॥
হেন শুভ দৃষ্টি তুমি করহ আমারে।
যেন আমি ভাসি কৃষ্ণপ্রেমের সাগরে॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীঈশ্বর পুরী।
প্রভুরে দিলেন আলিঙ্গন বক্ষে ধরি॥
দোঁহার নয়ন জলে দোঁহার শরীর।
সিঞ্চিত হইল প্রেমে কিছু নহে স্থির॥

(৪) বোধ হয় চৈতন্যের গুরু কুমারহট্টনিবাসী ঈশ্বরপুরী একজন কায়স্থ জাতীয়।
"বলেন ঈশ্বরপুরী আমি শূদ্রাধম।"
(চৈতন্যমঙ্গল, আদিখণ্ড, নবম অধ্যায়।)
"প্রভু বলে কুমারহট্টরে নমস্কার।
শ্রীঈশ্বরপুরীর যে গ্রামে অবতার॥"
(চৈতন্যমঙ্গল, আদিখণ্ড, ১৫ অধ্যায়।)

* * * *
* * * *

ধ্যানানন্দে মহাপ্রভু প্রেম প্রকাশিয়া।
কান্দিতে লাগিলা অতি উচ্চঃ করিয়া॥
কৃষ্ণরে বাপরে প্রাণ জীবন শ্রীহরি।
কোন্ দিগে গেল মোর প্রাণ করি চুরি॥
পাইনু ঈশ্বর মোর কোন্ দিকে গেলা।
শ্লোক পড়ি পড়ি প্রভু কান্দিতে লাগিলা॥
প্রেম ভক্তি রসে মগ্ন হইলা ঈশ্বর।
সকল শ্রীঅঙ্গ হৈল ধূলায় ধূষর॥
আর্ত্তনাদ করি প্রভু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
ভাসিলেন নিজ ভক্তি বিরহ সাগরে॥
যে প্রভু আছিল অতি পরম গভীর।
সে প্রভু হইলা প্রেমে আপনে অস্থির॥
কোথা গেল বাপ কৃষ্ণ ছাড়িয়া আমারে।
গড়াগড়ি যায়েন কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে॥
(চৈ ম আদি খণ্ড, ১৫ অধ্যায়।)

ক্রমশঃ।

তত্ত্ব-কৌমুদী ও আদি ব্রাহ্মসমাজ।

গত ১৬ই ফাল্গুনের তত্ত্ব-কৌমুদীতে আদি ব্রাহ্মসমাজের নিন্দাবাদপূর্ণ একটি ক্ষুদ্র প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ প্রস্তাবের প্রারম্ভেই লিখিত হইয়াছে। "পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার প্রণীত "নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" নামক নব প্রকাশিত পুস্তিকায় লিখিয়াছেন যে অতি অশুভ ক্ষণে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার ক্ষমতার পরিচালন দ্বারা সমাজের উন্নতি ও স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রতিরুদ্ধ করেন, এবং সেই হইতেই সমাজের সজীবতার পথ রুদ্ধ হইয়াছে এবং অধোগতির পথ প্রসারিত হইয়াছে। এই স্থল পাঠ করিলে ভাষার নিয়মানুসারে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি রোধ করিয়া

ছেন এমত বুঝায়। সম্পাদক মহাশয়ের ইহাই কি বলিবার অভিপ্রায়?

আমরা আমাদের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কোন অপৌত্তলিক ক্রিয়া না করিয়া উপবীত গ্রহণ করিলে ধর্ম্মের কি হানি হইতে পারে? এ বিষয়ে তত্ত্ব-কৌমুদী যুক্তি না দেখাইয়া কেবল গালির আশ্রয় লইয়াছেন।

তত্ত্ব-কৌমুদী লিখিয়াছেন যে উপবীতের বিভীষিকায় অনেক সাধারণ ব্রাহ্ম আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বারদেশে পদার্পণ করিতে ইচ্ছা করেন না। অত্যন্ত বিরুদ্ধমতাবলম্বী ব্যক্তি দিগের উপাসনালয় সম্বন্ধেও এরূপ ভাষা প্রয়োগ করা উচিত হয় না, যেহেতু যে কোন মতাবলম্বীর উপাসনালয় হউক না কেন ঈশ্বরোপাসনার স্থান বলিয়া তাহা একটি পবিত্র স্থান মনে হয় এবং তাহার ভিতর প্রবেশ করিবার কালে প্রকৃত ব্রাহ্মের মনে একটি পবিত্র ভাবের উদয় হয়। তিনি পৃথিবীস্থ কোন উপাসনালয়ের প্রতি এরূপ ঘৃণা প্রকাশ করেন না। বিশেষতঃ যে আদি ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে তত্ত্বকৌমুদী উল্লিখিত প্রস্তাবে লিখিয়াছেন যে তাহার ধর্ম্মমতের সহিত তাঁহাদিগের বা শিক্ষিতদিগের কোন বিরোধ নাই সেই আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্বন্ধে এরূপ ভাষা কত দূর প্রয়োগযোগ্য তাহা পাঠকবর্গ অনায়াসে বিবেচনা করিতে পারেন। সাম্প্রদায়িক অনৌদার্য্য ও আধ্যাত্মিক গর্ব্ব ইহা অপেক্ষা আর কত দূর যাইতে পারে? আদি ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষীয় সকল ব্রাহ্মসমাজের পিতা স্বরূপ। আদি ব্রাহ্মসমাজ না থাকিলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোথা হইতে উৎপত্তি হইত? পিতার প্রতি কি ঐরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতে হয়? তিনি কৃতজ্ঞতা চাহেন না, কেবল মাত্র একটু বিনয় চাহেন। তত্ত্বকৌমুদী উক্ত সংখ্যার কোন স্থলে বলিয়াছেন যে গত সাম্বৎসরিক উৎসব হইতে তাঁহারা এই বিশেষ ফল লাভ করিয়াছেন যে তাঁহাদিগের বিনয় শিক্ষা হইয়াছে। ইহার প্রমাণ হাতে হাতেই পাওয়া গেল!!

যশোলিপ্সা।

আমরা যে সকল নীচ প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য করি তন্মধ্যে যশোলিপ্সা একটি। বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে স্বার্থপরতা যশোলিপ্সার মূলে অবস্থিতি করিতেছে। অনেকের বিশ্বাস যশোলিপ্সা মনুষ্য-হৃদয়ের একটি সৎপ্রবৃত্তি, কিন্তু স্বার্থপরতা যাহার ভিত্তি তাহাকে কি প্রকারে সৎপ্রবৃত্তি বলা যাইতে পারে! যাঁহারা যশোলিপ্সার অধীন হইয়া মহৎ কার্য্য করেন তাঁহাদিগকে আমরা মহৎ ব্যক্তি বলিতে পারি না। যশোলিপ্সা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া অনেকে অনেক মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া পৃথিবীতে মহৎ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা মহৎ-নামের বাচ্য নহেন। যিনি যশোলাভের আশায় নানা কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিয়া পরোপকার সাধন করেন তিনি প্রকৃত পরোপকারী নহেন। যিনি যশোলাভেচ্ছায় স্বদেশের হিতসাধন করেন তিনি প্রকৃত স্বদেশানুরাগী নহেন। যিনি ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবার জন্য নানা ধর্ম্ম-কার্য্য সম্পাদন করেন তিনি প্রকৃত ধার্ম্মিক নহেন। যশোলাভার্থী ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তির সকল ধর্ম্মই ব্যর্থ হয়। বস্তুতঃ কার্য্য দ্বারা ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক বুঝা যায় না, কার্য্যের উদ্দেশ্যই ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক প্রমাণ করিয়া দেয়। যশোলাভ করিব যে ব্যক্তির ধর্ম্মাচরণের এই স্বার্থসাধক নীচ উদ্দেশ্য সে সহস্র ধর্ম্ম-কার্য্য করিলেও ধার্ম্মিক

নামের যোগ্য হইতে পারে না, কিন্তু ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিব, আমাদের কর্ত্তব্য পালন করিব, যাহার ধর্ম্মাচরণের এই মহৎ নিঃস্বার্থ উদ্দেশ্য সে যৎসামান্য ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন করিলেই ধার্ম্মিক নামের উপযুক্ত হয়। প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি কেবল স্বীয় কর্ত্তব্য-বোধ দ্বারা চালিত হইয়াই ধর্ম্মাচরণ করেন। যাহা আমার কর্ত্তব্য, যাহা ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য তাহা পালন করিব, তাহার যে ফল হউক তাহার প্রতি দৃক্‌পাতও করিব না, প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি এই মহৎ উচ্চ নিঃস্বার্থ ভাবে উত্তেজিত হইয়া ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন করেন। প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তির আত্মায় যশোলিপ্সার স্থান নাই। যশঃসৌরভে তিনি কদাপি আকৃষ্ট হয়েন না। যশের মোহন সৌন্দর্য্য তাঁহাকে কখন মুগ্ধ করিতে পারে না। তিনি যশের প্রতি কখন কিছুমাত্র সমাদর প্রকাশ করেন না। যশোলিপ্সার পরিবর্ত্তে কর্ত্তব্য-পালনেচ্ছা তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া বাস করে। তিনি যাহা কিছু করেন কর্ত্তব্যপালনরূপ পবিত্র মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য করিয়া থাকেন। তাঁহার হৃদয়-ব্যাপী-কর্ত্তব্য-পালনেচ্ছার উজ্জ্বল পবিত্রতার সম্মুখে নীচ অপবিত্র যশোলাভেচ্ছা অগ্রসর হইতে সক্ষম হয় না।

যশোলাভেচ্ছায় ধর্ম্মপালন করা নিতান্ত অস্বাভাবিক, কর্ত্তব্য-বোধ দ্বারা প্রয়োজিত হইয়া ধর্ম্মসাধন করাই স্বাভাবিক। যশোলিপ্সায় স্বার্থপরতা বর্ত্তমান, কিন্তু কর্ত্তব্য-বোধে স্বার্থপরতার লেশমাত্র নাই। ধর্ম্মের সহিত স্বার্থের কোন সম্বন্ধ নাই, অতএব স্বার্থপরতামূলক-যশোলিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য যে ধর্ম্মকার্য্য করা যায় তাহাকে কি প্রকারে ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে? ঈশ্বর আমাদিগের প্রত্যেকের হৃদয়ে কর্ত্তব্য-বোধ নিহিত করিয়া দিয়াছেন। সেই কর্ত্তব্য-বোধ দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমরা সকল কার্য্য সম্পাদন করি ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। কর্ত্তব্য-বোধ দ্বারা নিয়োজিত হইয়া কার্য্য করিলে আমাদিগের অধর্ম্মে পতিত হইবার বড় অল্প সম্ভাবনা থাকে, কেন না তখন কর্ত্তব্যপালনই আমাদের কার্য্যের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়। যশোলিপ্সা দ্বারা নিয়োজিত হইয়া কার্য্য করিলে আমাদিগের পাপে নিমগ্ন হইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা থাকে, কেন না তখন যশোলাভই আমাদের কার্য্যের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়। কর্ত্তব্য-বোধানুসারে কার্য্য করিলে যাহা করিব তাহা কর্ত্তব্য কি না তাহা স্থির নিশ্চয় না করিয়া তাহা করিতে প্রবৃত্ত হই না, কিন্তু যশোলাভেচ্ছায় কার্য্য করিলে তাহা কর্ত্তব্য কি না তাহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তাহাতে যশ লাভ হইবেক কি না তাহাই লক্ষ্য করিয়া তাহা করিতে প্রবৃত্ত হই। যশোলিপ্সা দ্বারা পরিচালিত হইলে আমরা আমাদের বিশ্বাসের বিপরীতাচরণ করিতে ও নানা বিগর্হিত কার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ হই না। যশোলিপ্সা এরূপ নীচ প্রবৃত্তি যে উহাকে প্রশ্রয় দিলে উহা আমাদিগকে পাপে প্রবৃত্ত করিতে ত্রুটি করে না। ধর্ম্ম-কার্য্যের এই অস্বাভাবিক পরিচালক যশোলাভেচ্ছা তাহা হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া উহার স্বাভাবিক পরিচালক যে কর্ত্তব্য-বোধ তাহার অধীন হওয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। ধর্ম্মসাধনেচ্ছু ব্রাহ্মগণের স্ব স্ব হৃদয় হইতে যশোলিপ্সা উৎপাটিত করিয়া তাহার স্থানে কর্ত্তব্যপালনেচ্ছা স্থাপন করা অতীব কর্ত্তব্য। যত দিন কণামাত্র যশোলিপ্সা আমাদের হৃদয়ে স্থান পাইবে ততদিন আমরা প্রকৃতরূপে ধর্ম্মসাধনে সক্ষম হইব না।

যশোলিপ্সারূপ দূষিত অপবিত্র বায়ু যতদিন আমাদের হৃদয়াকাশে প্রবাহিত হইবে তত কাল আমরা যে কোন ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন করি উহা সে সকলকেই কলুষিত করিবে, অধর্ম্মে পরিণত করিবে। অনেকানেক ব্রাহ্মকে যশোলিপ্সাক্রান্ত বলিয়া লোকে তাঁহাদিগকে দোষ দিয়া থাকে। বাস্তবিক তাঁহারা যে যশোলিপ্সার অধীন তাহা তাঁহাদের বাক্য ও কার্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে। তাঁহারা যশোলিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য-বোধকে হীন মলিন, ক্ষীণ ও নিষ্প্রভ করিয়া ফেলিতেছেন। তাঁহারা যশোলিপ্সাকে বিনাশ করিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য-বোধকে জাগান এবং তাহার স্বাভাবিক পরিচালন দ্বারা তাহাকে বলীয়ান করুন, পবিত্র করুন, উজ্জ্বল করুন। যশোলিপ্সা অতি নীচ, অতি ঘৃণার্হ জানিয়া, উহা আধ্যাত্মিক উন্নতির একটি ভয়ানক প্রতিবন্ধক জানিয়া প্রত্যেক ধর্ম্মানুরাগী ব্রাহ্ম উহা পরিত্যাগ করুন, এবং উহার স্থানে কর্ত্তব্য-পালনেচ্ছা প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহাকে স্বীয় হৃদয়-রাজ্যে আধিপত্য করিতে দিউন, দেখিবেন, যশোলিপ্সার নীচাশয়তা স্বার্থপরতা হইতে মুক্ত হইয়া এবং কর্ত্তব্য-পালনেচ্ছার বিমল নিঃস্বার্থপরতা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া তাঁহাদের আত্মা পবিত্র হইবে, মহান হইবে, স্বর্গীয় ভাবে সুন্দর হইবে, এবং ধর্ম্মসাধনে যে ভূমানন্দ লাভ করা যায় তাহা তাঁহারা প্রকৃত রূপে উপভোগ করিতে সমর্থ হইবেন। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি ব্রাহ্মগণের হৃদয় হইতে যশোলিপ্সা উৎপাটিত করিয়া এবং তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্য-পালনের নিঃস্বার্থ সুমহৎ ইচ্ছা তাঁহাদিগের আত্মায় জাগাইয়া তাঁহাদিগের ধর্ম্মসাধনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিউন।

সমালোচন।

বামাতোষিণী। শ্রী প্যারীচাঁদ মিত্র প্রণীত। কলিকাতা, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং কর্ত্তৃক ষ্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সন ১২৮৮ সাল। বঙ্গভাষায় স্ত্রীলোকদিগের পাঠোপযোগী ধর্ম্মোপদেশপূর্ণ ও নীতিগর্ভ পুস্তকের বিশেষ অভাব দেখা যায়। বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র বহু দিবস হইতে এই অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে স্ত্রীলোকদিগের পাঠার্থ কয়েকখানি উপাদেয় পুস্তক লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত "বামাতোষিণী" পুস্তক অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীলোকগণের বিশেষ উপকারী হইবে। এই পুস্তক সুখসচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ সম্বন্ধে নানা সদুপদেশ এবং বিশুদ্ধ ধর্ম্মোপদেশে পরিপূর্ণ। এই পুস্তকের নায়িকা শান্তিদায়িনী পতিপরায়ণতা, ধর্ম্ম-নিষ্ঠা, এবং ঈশ্বর-ভক্তি সম্বন্ধে আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকগণের অনুকরণযোগ্য। কি প্রকারে মাতা অল্পবয়স্ক বালক বালিকাগণের ধর্ম্মভাব ও বুদ্ধির উন্মেষ করিতে পারেন এ গ্রন্থে তদ্বিষয়ে অনেক উপদেশ আছে। স্ত্রীলোকদিগের পাঠ্য এরূপ ধর্ম্মোপদেশপূর্ণ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অতি বিরল। আজকাল শিক্ষিত বঙ্গীয়পুরুষসমাজে ধর্ম্মের শিথিলতার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিতা বঙ্গ স্ত্রীসমাজে ধর্ম্মের শিথিলতা উপস্থিত হইতেছে। আমাদিগের স্ত্রীসমাজে "বামাতোষিণী" বিস্তৃত রূপে পঠিত হইলে বঙ্গীয় রমণীদিগের ধর্ম্মানুরাগ বৃদ্ধি পাইবে। আজ কাল যে সকল বঙ্গীয় ললনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম্মশূন্য শিক্ষায় শিক্ষিতা হইতেছেন তাঁহারা যদ্যপি এই পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া, ইহার নায়িকা শান্তিদায়িনীর পতিপরায়ণতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ঈশ্বর-ভক্তির সম্পূর্ণ অনুকরণ করেন তাহা হইলে তাঁহারা বঙ্গ রমণীসমাজের ভূষণ স্বরূপ হইবেন, এবং উহার মুখোজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইবেন। ধর্ম্মশূন্য শিক্ষা রমণী-স্বভাব-সুলভ মাধুর্য্য হরণ করে। ধর্ম্মশূন্য শুষ্ক বিদ্যা শিখিয়া আমাদিগের দেশের শিক্ষিতা রমণীরা গৃহের ও সমাজের সুখ বৃদ্ধি করিতে পারি-

বেন না। কিন্তু যদ্যপি তাঁহারা তাঁহাদিগের বিদ্যাবত্তার সহিত শান্তিদায়িনীর উচ্চ আধ্যাত্মিক গুণ সকল যোগ করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই সমাজের উপকারিণী এবং গৃহের সুখবৃদ্ধিকারিণী ও শান্তিদায়িনী হইবেন। যাঁহারা আপনাদিগের স্ত্রী ও কন্যাগণকে ধর্ম্মপরায়ণা হইতে বাসনা করেন, আমরা পরামর্শ দিই, তাঁহারা "শান্তিদায়িনীর" আদর্শ তাঁহাদিগের সম্মুখে স্থাপন করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩, পশ্চাৎদেয় বার্ষিক মূল্য ৪৷০ ডাক মাশুল ।৵০।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কল্প অর্থাৎ (১৭৬৫ শকের ভাদ্র, যে মাস হইতে উক্ত পত্রিকা প্রথম প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয় তদবধি ১৭৬৮ শকের চৈত্র পর্য্যন্ত) চারি বৎসরের পত্রিকা পুনর্মুদ্রিত হইবার কল্পনা হইতেছে। দুই শত গ্রাহক হইলে উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট স্বীয় নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন। উহার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা অর্থাৎ প্রথম কল্পের অগ্রিম মূল্য ১২ বার টাকা।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

আগামী ২০ শে বৈশাখ মঙ্গলবার শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের ঊনবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে নন্দন বাগানস্থ মৃত বাবু কাশীশ্বর মিত্র মহাশয়ের ভবনে প্রাতে ৭ ও সন্ধ্যা ৭৷০ ঘটিকার সময় ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যক্ষ।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫২।

ফাল্গুন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	...	৫৪৩৶৫
পূর্ব্বকার স্থিত			২৩২৭৸৶১৫
সমষ্টি	...	...	২৮৭১৵০
ব্যয়	...	...	৪৬০৶০
স্থিত	...	...	২৪১০৸৶০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ ...		...	৭৷৶৫
আনুষ্ঠানিক দান।			৫৲
শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় সাম্বৎসরিক দান।			৷০
শ্রীযুক্ত নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়			২৶৫
			৭৷৶৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		...	৮২৶০
পুস্তকালয়		...	৩৯৲৫
যন্ত্রালয়		...	৩৯৬৷৶১৫
গচ্ছিত		...	১৭৸৶০
সমষ্টি			৫৪৩৶৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৮৩৸৵১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা..		...	৯৩৲৫
পুস্তকালয়	...	...	২০৷১০
যন্ত্রালয়	...	...	১৬২৲১০
গচ্ছিত	...	...	১০০৶৫
সমষ্টি			৪৬০৶০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।